50745 - রমজান মাসে যেসব মুসলমান রোজা রাখে না তাদেরকে কিভাবে দাওয়াত দেয়া যায়?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রমজান মাসে যেসব মুসলিম সিয়াম পালন করে না তাদের সাথে আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত? এবং তাদেরকে রোজা রাখার প্রতি দাওয়াত দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি কোনটি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে ঐ সমস্ত মুসলমানকে রোযা রাখার প্রতি দাওয়াতদেয়া, রোজা রাখার প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ মহান ইবাদত পালনে অবহেলা করা থেকে তাদেরকে সাবধান করা ওয়াজিব। ১। তাদেরকে অবহিত করা যে,রোজাএকটি ফরজ ইবাদত, ইসলামেরোজার মর্যাদাঅতি মহান, ইসলাম যে ভিত্তিগুলোর উপর নির্মিত রোজা সেগুলোরেঅন্যতম।

২। রোজাপালনেরমহান প্রতিদানতাদেরকেস্মরণকরিয়েদেয়া। যেমনেরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামবলছেনে:

(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) رواه البخاري (38) ومسلم (760)

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজান মাসে রোজা পালন করবে তাঁর পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”[আল-বুখারী (৩৮) ও মুসলিম (৭৬০)]

তিনি আরো বলছেনে:

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، وفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ) رواه البخاري (7423

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, রমজানের রোজা পালন করে আল্লাহর উপর

তার এই অধকিার এসে যায় যে, তনিি তাকে জান্নাতে প্রবশে করাবনে; সে আল্লাহর পথে জহিাদ করুক কংিবা তার জন্মস্থান থকেে বরে না হকোক। সাহাবায়ে করোম বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি মানুষকে এ সুসংবাদ দবি না? তনিি বললনে: নশ্চিয় আল্লাহ তাআলা জান্নাতরে ১০০টি স্তর আল্লাহর পথে জহিাদকারীদরে জন্য প্রস্তুত রখেছেনে। দুই স্তররে মধ্যে ব্যবধান হল আসমান ও যমীনরে ব্যবধানরে ন্যায়। আপনারা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবনেতখন জান্নাতুল ফরেদাউস চাইবনে। ফরেদাউস হচ্ছে- সর্বোত্তম জান্নাত ও সুউচ্চ জান্নাত। এর উপরে হচ্ছে- আর-রহমানরে (পরম দয়ালুর) আরশ। সখোন থকেে জান্নাতরে নহরগুলো প্রবাহতি হয়।"[সহহি বুখারী (৭৪২৩)]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামআরও বলছেনে:

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي . وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ، فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) رواه البخاري (7492) ومسلم (1151

"আল্লাহ তাআলা বলনে:রোজা আমার-ই জন্য, আমইি এরপ্রতদিান দবি। রোজাদার আমার জন্য যনৌ চাহদিা ও পানাহার ত্যাগ করে। রোজা হচ্ছে- ঢালস্বরূপ। রোজাদাররে জন্য দু'টি খুশি রয়ছেে। একটি ইফতাররে সময়। অন্যটি যখন সে তার রবরে সাথে সাক্ষাত করব। নশ্চিয় রোজাদাররে মুখরে গন্ধ আল্লাহর নকিট মসিকরে সুবাসরে চয়েওে সুগন্ধময়।"[সহহি বুখারী (৭৪৯২) ও সহহি মুসলমি (১১৫১)]

৩। রোজানা-রাখার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদরেকে ভয় প্রদর্শন করা। পরষ্কিার ধারণা দয়ো যে, রোজা না-রাখা কবরিা গুনাহ। ইবনে খুযাইমাহ (১৯৮৬) ও ইবনে হব্বিান (৭৪৯১) আবুউমামা আল-বাহলিী রাদয়িাল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করনে তনিি বলনে:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ (الضبع هو العضد) فأتيا بي جبلا وعِرا ، فقالا : اصعد. فقلت: إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديد، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار . ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن 1509)) .

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনছেি তনিি বলনে:একবার আমি ঘুময়িে ছলিাম। এ সময় দুইজন মানুষ এসে আমার দুইবাহু ধরে আমাকে দুর্গম পাহাড়ে নয়িে গলেো। সখোনে নয়িে তারা আমাকে বলল: পাহাড়ে উঠুন।আমি বললাম:আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা বলল: আমরা আপনার জন্য সহজ করে দচ্ছি।তাদরে আশ্বাস পয়েে আমি উঠতে লাগলাম এবং পাহাড়রে চূড়া পর্যন্ত উঠে গলোম। সখোনে প্রচণ্ড চৎিকাররে শব্দ শোনা যাচ্ছলি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: এটা কিসের শব্দ? তারা বলল: এটা জাহান্নামী লোকদের চিৎকার।
এরপর তারা আমাকে এমন কিছু লোকদের কাছে নিয়ে এল যাদেরকে পায়ের টাখনুতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের গাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন, তা হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এরা কারা? তিনি বললেন: এরা হচ্ছে এমন রোজাদার যারা রোজা পূর্ণের আগে ইফতার করত।”

শাইখ আল-আলবানী ‘সহীহ মাওয়ারিদ আজ-যামআন’(১৫০৯)গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেন এবং হাদিসটির শেষে টীকা লিখে বলেন:“আমি বলি –এই শাস্তি হল তাঁর জন্য যে রোজা রেখেছে; কিন্তু ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বে ইচ্ছাকৃতভাবে ইফতার করে ফেলেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মূলতই রোজা রাখেনি তার অবস্থা কি হতে পারে?! আমরা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করছি।”

আরো জানতে দেখুন (38747) নং প্রশ্নের উত্তর।

৪। রোজা পালন করা যে সহজ, এতে যে কি আনন্দ, খুশি, তুষ্টি, মনের প্রশান্তি ও অন্তরের স্বস্তি রয়েছে তা বর্ণনা করা। কুরআন তিলাওয়াত ও কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে বিনিদ্র ইবাদতমেশগুল থাকার যে মজা তা তুলে ধরা।

৫। রোজা, রোজার গুরুত্ব ও রোজার মাসে একজন মুসলিমের করণীয় বিষয়ক কিছু আলোচনা শুনার উপদেশ দেয়া এবং এ বিষয়ক কিছু লিফলেট পড়তে দেয়া।

৬। কোমল ভাষা ও উত্তম কথা দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে যাওয়া ও নসীহত করা। সাথে সাথে তাদের হেদায়াত ও মাগফিরাতের জন্য দোয়াকরতে থাকা।

আমরাআল্লাহরকাছেআমাদেরজন্য ওআপনার জন্য শক্তি ওসামর্থ্য প্রার্থনাকরছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।